খুচরো কথা – ১৭

আর নয় কালক্ষেপন !

নন্দিনী হোসেন

কিছু কিছু মানুষ আছে যারা অবলীলায় অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর রকম মিথ্যা কথা বলতে পারে। রাতের নিকষ কালোকে তারা দিব্যি দিনের কটকটে আলো বলে প্রচার করতে পারে - চোখের পাতা একটুও কাঁপে না । বিবেকে এতটুকুও বাধে না ! 'বিবেক' বলে কোন পদার্থ তাদের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ ! তা না থাক, তারা তাদের মত জীবন যাপন করুক, এতে আমাদের কোন-ই মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু গোল বাধে তখনই, যখন ওরা ধর্মকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। নিজের আখের গুছায় চুড়ান্ত রকম ভন্ডামী করে। সৎ মানুষের তকমা ভাগানোর জন্য যত রকম অসৎ কাজ আছে, তার কিছুই করতে দ্বিধা করে না। সব চেয়ে নিষ্ঠুর রসিকতা হল, কিছু মানুষ ধর্মের নামে এদের কে আবার মাথায় তুলে রাখে। এদের সকল কৃ-কর্মকে নানা কথার মারপ্যাচে হালাল করে নেয় ।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন থেকে বের হয়ে, মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে জামায়াত নেতা মুজাহিদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলা এবং তার চোখ মুখের এক্সপ্রেশন দেখে এক্কেবারে থ হয়ে যেতে হল ! ভদ্রলোক তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষনা করেছেন, বাংলাদেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই ! ছিল না কখনও !!!

এর উত্তর আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেতারা দিচ্ছেন - তারপরও বলব শুধু উত্তর দিয়ে ক্ষান্ত থাকার দিন বোধ হয় শেষ। এবার আর সময় নেই সময় নষ্ট করার। এদেরকে প্রতিহত করার সময় এখন। যুক্তি দিয়ে, তথ্য প্রমান উপস্থাপন করে এদেরকে এক ঘরে করার সময় এখন। তাই শুধু নয়,বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূ-খন্ডে যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতি করার সখ - আইন করে চিরতরে বন্ধ করার সময় এসেছে এবার। আর হেলাফেলা নয়। আর পাশে নিয়ে ফটো সেশন করা নয়। নয় ফতোয়া চুক্তি। আর নয় ক্ষমতার রাজনীতির নোংরা গলিতে এদের নিয়ে গলাগলি করে দেশের মানূষকে বোকা বানানো। ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে এদের বাড়

এতটাই বেড়েছে, হয়ত কোনদিন প্রকাশ্যে বলে বসবে, বাংলাদেশ নামে কোন দেশই নেই, ছিল না কখনও !এই দেশটার নাম পাকিস্তান ! মুজিব আবার কে ! অবশ্য তারা যে মাঝে মাঝে এটা না বলে তা নয়। মাঝে মাঝেই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, দেশের কোন কোন স্থানে এদের ভাই বেরাদররা ইসলামের নামে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে। স্থানীয় প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করে ক্ষেত্রবিশেষে !

এবার একাট্টা হয়ে এদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হবে - দিতেই হবে। বলতে হবে এই দেশে যুদ্ধাপরাধীদের কোন ক্ষমা নেই । ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে রাজনীতি করা তো অনেক দূরের ব্যাপার ! যে দেশের জন্ম-ই এই মুজাহিদরা স্বীকার করেনি, তাদের কিসের অধিকার এই দেশে?

বঙ্গবন্ধু ভুল করেছিলেন এদের ক্ষমা করে দিয়ে । এটা স্বীকার করতে হবে। এদের ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার কেউ তাঁকে দেয়নি। উচিত ছিল গণভোট আহ্বানের। নিদেন পক্ষে আমাদের শহীদ বুদ্ধিজীবিদের স্বজনেরা, আমাদের নির্যাতিতা নারীরা, আমাদের পিতৃহারা শিশুরা, যারা সদ্য স্বাধীন দেশে নীরবে নিজেদের কষ্ট সয়ে যাচ্ছিল, শুধু মাত্র দেশের উজ্জল ভবিষ্যতের কথা ভেবে - তাদের মতামত নেওয়া। তারা যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করে দিতে চায় কিনা? তারা কি মন থেকে কোন দিন এই ক্ষমা মেনে নিয়েছিল? তারা কি করেছিল ক্ষমা?

রাজাকাররা আজ দেশের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে, শীরায়, ধমনীতে ছড়িয়ে পরেছে ক্যান্সারের মত। যার জন্য আজ মুজাহিদরা বলার সাহস পাচ্ছে দেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই। এদের কেউ বলছে একাত্তরে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল !

এই দেশটা জন্মের পর থেকে আমাদের ছোট বড় রাজনৈতিক নেতাদের একের পর এক ভুলের কারণে - ক্ষমতার রাজনীতির অন্ধ গলিতে ঘুরপাক খাওয়ার কারণে, আজ যুদ্ধাপরাধী নিজামী, মুজাহিদদের স্পর্ধা আকাশ ছুঁয়েছে ! এদের মাটিতে নামিয়ে আনার দায়িত্বও এখন তাদেরকেই নিতে হবে। সামরিক শাসকদের উত্তরসূরী খালেদা জিয়া বা বিএনপির কাছে মানুষের চাওয়ার কিছুই নাই। এরা মুখে যতই মুক্তিযুদ্ধের কথা বলুক, ক্ষমতার খেলায় বার বার-ই নিজামীদের পার্টনার করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আরেকটা প্রশ্নও অবশ্যই তুলতে হবে - খালেদা জেলে, কিন্তু চারদলীয় জোট সরকারের সকল কূ-কীর্তি, দূর্নীতির সহযোগী জামায়াত নেতারা কি করে থাকে - সকল ধরা ছোঁয়ার বাইরে ? তাতে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে দেখা দিতেই পারে, আগামীতে কি 'জামায়াতী সৎ' মানুষের জামানায় দেশ প্রবেশ করতে যাচ্ছে? আমাদের কোন কোন উপদেষ্টা তো এদের কোন দুর্নীতি খুঁজে পাচ্ছেন না ! এত বোমা হামলা, সন্ত্রাস ,মানুষ হত্যা, ধরা পরা জঙ্গীদের বক্তব্য, এসব কি কিছুই নয়?

তাছাড়া ধর্মের নামে সৌদি থেকে দেদারছে টাকা এনে ইসলামী এনজিও গুলো দেশব্যাপী যে রমরমা বাণিজ্য বিস্তার করে চলেছে, সেসব কিভাবে হচ্ছে, কি উদ্দেশ্যে হচ্ছে, সেসবের সঠিক মনিটর কি আদৌ কখনও কিছু হয়েছে বা এখন হচ্ছে? এখন সময় এসেছে শুধুমাত্র খালেদা হাসিনা, এবং আওয়ামী লীগ, বিএন পি নয়, এদের সকলের-ই হিসেব নিকেষ কড়ায়-গন্ডায় আদায় করার। নাহলে, মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবেই, সেটা সব সময় সুখকর নাও হতে পারে ।

মোস্তফা কামালের উদ্দেশ্যে দুটি কথা ঃ সম্প্রতি 'ভিন্নমত' এবং 'সদালাপ' এ প্রকাশিত মোহাম্মদ কার্টুন বিতর্ক বিষয়ে আপনার **'এবার থলে হতে বের হলো শয়তান বিড়ালের দল'** ! শিরোনামে লেখাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

http://www.shodalap.com/MMK_Evil_Cat.pdf

এই লেখাতে অন্যান্যদের সাথে *সাতরং* এবং আমাকে নিয়ে নিজের মনগড়া বিভ্রান্তিকর কিছু কথাবার্তা লিখেছেন। প্রথমে ভেবেছিলাম আপনার লেখার কোন উত্তর দেবো না। এই ধরনের 'শিরোনাম' দেওয়া কোন লেখার উত্তর দেওয়াটাও আমার কাছে রূচিবিরুদ্ধ মনে হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত পালটাতে হলো। কারণ মনে হয়েছে, সব সময় ইগনোর করাটা আসলে ঠিক নয়। আপনার লেখা পড়ে প্রথমেই আপনার রাগের কারণ মনে হয়েছে, আপনার একটি লেখা 'সাতরং'এ না ছাপানো। না ছাপানোর কারণটি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন বলেই আমার ধারণা। আপনি অন্য লেখকদের নাম ধরে ধরে আপনার মনগড়া তথ্য দিয়ে অশালীন শব্দ ব্যবহারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন লেখায়, আর সেই লেখা সাদরে

গৃহীত হবে গণতন্ত্রের নামে, আপনার সে ধারণা সব সময় সঠিক নাও হতে পারে।

অন্য লেখকরা আপনাকে ব্যক্তিগত আক্রমন করে কখনও লিখেননি, যেটা আপনি নির্দ্ধিধায় করে চলেছেন। অসংযত ভাষা ব্যবহারে সীমা ছাড়িয়েছেন। আপনি অন্য লেখকদের লেখার সাথে দ্বিমত পোষন করতেই পারেন, তাতে কারো কোনরকম আপত্তি থাকার কথা নয় - আপনি সেই কারণ গুলো যুক্তি সহকারে তুলে ধরতেও পারেন, যা করাই হচ্ছে যে কোন লেখার যুক্তিসঙ্গত নিয়ম। আপনি নিজেই আপনার লেখা গুলো বিশ্লেষন করে ঠান্ডা মাথায় একটা পরিসংখ্যান নিয়ে দেখুন, লেখায় 'বিষয়' এর চেয়ে অন্যকে 'গালাগালি'র পরিমানটাই তাতে বেশী। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে করি, তা হচ্ছে,অন্য লেখকের লেখার বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করার সময়, মিনিমাম একটা এথিক্স থাকা জরুরী। যা আমাদের অনেকের মধ্যেই নেই। অন্য যারাই গণতন্ত্রের নামে এই ধরনের লেখা ছাপান, সেটা তাদের ব্যাপার, কিন্তু *সাতরং* সেটা ফলো করে না, করবেও না ।

এবার আপনার অভিযোগের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনি লিখেছেন,

'........বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে তিনি নিজে, ফরিদ আহমেদ, আকাশ মালিক, অভিজিত রায়, এম আর ও তানবীরা তালুকদার সহ বেশ কয়েকজন তীব্র ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী লেখকগণের প্রচন্ড বিদ্বেষ পূর্ণ লেখা নিয়মিত ভাবে পোষ্ট করে যাচ্ছেন। সর্বশেষ কার্টুন নিয়ে সম্পুর্ণ এক তরফা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পূর্ণ লেখা শোভা পাচ্ছে। আর তিনি কিনা তার ওয়েবের নিয়মনীতির বড়াই করছেন। আসলে তিনি বলছেন না কেন যে সাতরং আসলে ইসলাম বিরুদ্ধ? তিনি নিজেই মনে করেন যে মতপ্রকাশ মানে কারো উপর চড়াও হওয়া নয়। আবার তিনিই এবং তার বন্ধু সাথীগণ ইসলামের গুষ্টি উদ্ধার করেন...."

বিড়াল বিতর্ক নিয়ে আমি সহ উপরে আপনার উল্লেখিত লেখকদের মধ্যে যারাই লিখেছিলেন, তারা কেউই আপনার ভাষায় 'প্রচন্ড ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ লেখা' লিখেননি। এরা সবাই সামান্য একটা ঘটনাকে নিয়ে দেশের কিছু কাঠমোল্লার আস্ফালন নিয়ে মনতব্য করেছিলেন মাত্র।

'মোহাম্মদ বিড়াল' এর মত এত তুচ্ছ একটা কৌতুক - যা সত্যি বলতে কি

অনেক পুরোনো, নতুন করে আরিফ এখানে কিছুই করেননি। বিষয়টা আদৌ ধার্মিক মানুষদের আঘাত করে কিনা তা বুঝার জন্য আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি কৌতুকটা তাদের শুনিয়ে - তারা সবাই হেসেছেন শুনে। এটা যে স্রেফ একটা নির্দোষ কৌতুক, মানুষের অজ্ঞতা নিয়ে ফান করা হয়েছে, এটাই বুঝানো হয়েছে বলে সাধারণ ধার্মিক রাও বুঝতে পেরেছেন - তাঁরা ঠিকই বুঝেন এই ধরনের তুচ্ছ কৌতুকে তাদের নবী মোহাম্মদের কিছু যায় আসেনা ! তাদের ধর্ম ও যথা স্থানে অক্ষত থাকে ! কিন্তু ফ্যানাটিক মোল্লারা তা বুঝতে পারে না কেন? কারণ তাদের যে কোন উছিলায় কিছু একটা ইস্যু দরকার ! দাতব্য খাবার খেয়ে খেয়ে হাত পায়ে জং ধরে যায় বলেই হয়ত, ধর্মের নামে কিছু উন্মাদনার দরকার পরে ! কাজকর্ম বলতেও তো এদের তেমন কিছু নেই ! টোটাল একটা আনপ্রোডাক্টিভ ফোর্স! মসজিদ - মাদ্রাসায় আঙ্গিনায় ঘোরাঘুরি করে, কাঠমোল্লাদের বয়ান শুনে শুনে আর কিইবা এদের করার আছে !এদের তাই যে কোন বাহানায় ব্যবহার করা খুব-ই সহজ।

তবে এ দেশের মানুষেরা যতই ধার্মিক হোক, ধর্মান্ধ নয় । এদের জোর করে ধর্মান্ধ বানানো যায় না - মনে রাখতে হবে এই দেশ পাকিস্তান নয়। হবেও না। মোল্লারা মসজিদে খুতবা দিয়ে সাধারণ মানুষকে সাময়িক ভাবে উত্তেজিত করে তুলতে পারে,তার বেশীকিছু নয়। নাহলে জামায়াতের মত দল একবার আওয়ামী লীগ একবার বিএনপির কাধে ভর করে ক্ষমতার উচ্ছিষ্টের স্বাদ-ই কেবল পেতে পারে, তার বেশী কিছু নয়। মসজিদ মাদ্রাসায় দেশ সয়লাব হওয়া সত্ত্বেও, সাধারণ মানুষের মাঝে এদের গ্রহনযোগ্যতা যে কতখানি তা পার্লামেন্টের আসন সংখ্যার দিকে তাকালেই বুঝা যায়।

মোস্তফা কামাল সাহেব আরও উল্লেখ করেছেন সাতরং এবং আমার ডাবল ষ্টান্ডার্ড নিয়ে ! আমি আপনার এ অভিযোগ গ্রহন করতে পারছি না। সাতরং এর পাঠক/লেখক রাও সবাই আপনার সাথে একমত হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। আমি নিজে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ চাই। অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চাই। ধর্ম থাকবে মানুষের মনে। আধুনিক একটি রাষ্ট্রের পরিচয় মধ্যযুগীয় কোন ধর্মের পরিচয়ে হতে পারে না, এটাই বিশ্বাস করি। প্রতিটি মানুষের জাত, ধর্ম, লিংগভেদ পরিচয় নির্বিশেষে রাষ্ট্রের কাছে সমান সুযোগ পাওয়া উচিত বলে মনে করি। প্রতিটি শিশুর মৌলিক আধিকারের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাটাও অন্তর্ভুক্ত হোক এটা যে

কোন সভ্য মানুষের মত আমিও চাই। রাজাকার কে আমি রাজাকার বলব। যুদ্ধপরাধীদের যুদ্ধপরাধী বলব। এবং এদের বিচার চাইব। এখানে আপনি আমার বা সাতরং এর ডাবল ষ্টান্ডার্ডটা কোথায় দেখলেন?

আমি সহ উপরে উল্লেখিত লেখকরা জামায়াত এর মত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চান, চান মানুষকে বোকা বানিয়ে এরা যেন আর ধর্ম ব্যবসা করতে না পারে। অবশ্য আপনি যদি মনে করেন, ইসলাম ধর্ম আর জামায়াত সমার্থক তাহলে সেটা আপনার ব্যাপার, আমার বলার কিছু নেই। তবে দেশের মানুষ কিন্তু তা মনে করেনা। একটা বাক্য আপনি প্রায়-ই আপনার লেখায় ব্যবহার করেন খেয়াল করেছি, আর তাহল ‘এত্তো সোজা না’ ! জামায়াতের বিচারের প্রশ্ন আসলেই আপনি উত্তেজিত হয়ে এই কথাবন্ধটি ব্যবহার করেন। আমিও আপনার ভাষায় বলছি, জামায়াতীরা আজ পার পেয়ে গেলেও, একদিন এদের যুদ্ধাপরাধের বিচার হবেই হবে। মানুষ জেগে উঠছে। সব মানুষ তো আর সব সময়ের জন্য বোকা থাকতে পারে না, ইতিহাসে তার প্রমান নেই - অতএব আমাদের প্রিয় নেতারা জামায়াতীদের মাফ করে দিলেও এই দেশেই একদিন এদের বিচার হবে, যুদ্ধাপরাধীদের পার পেয়ে যাওয়া ‘এত্তো সোজা না’ ! কি বলেন?

কল্যান হোক সকলের।

২৮শে অক্টোবর,২০০৭

nondinihussain@mail.com